দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 NOV 1992
পৃঃ ১ কলাম ৭

27

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচীর উদ্বোধনীতে প্রধানমন্ত্রী

গণতন্ত্র ও উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষার আলো সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে।

গত শনিবার বাংলাদেশ টেলিভিশনে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচী উপলক্ষে এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই হচ্ছে সবার কাছে সমানভাবে শিক্ষা সুবিধে পৌঁছে দেয়া। এর ফলে নিরক্ষরতার হার কমে যাবে এবং অ-অনুষ্ঠানিক শিক্ষা যথাযোগ্য গুরুত্ব লাভ করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে রেডিও-টেলিভিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকার শিক্ষার উন্নয়নে এই সুযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগাবে। খবর বাসস'র।

তিনি বলেন, সরকারি শিক্ষার প্রসারের জন্য

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টেলিভিশনে একটি আলাদা চ্যানেল চালু করার কথা চিন্তা করছে।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে জনগণকে স্বাগত জানিয়ে বেগম জিয়া বলেন, শনিবার থেকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচী সম্প্রচারের ফলে ঘটনাটি আরো স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, জাতীয় সংসদ সম্প্রতি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস করেছে। ছাত্ররা রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে পড়াশোনা করতে পারবে এবং ডাক বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় ছাপানো পাঠ্যসূচী পেয়ে যাবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এতে উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা প্রদান করা হবে। এতে নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উচ্চতর শিক্ষার বিধান থাকবে। তিনি বলেন, শ্রমিক শ্রেণী ও অনুন্নতদের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেয়া হবে।

স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরে এটাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কলেজগুলোর যথাসময়ে পরীক্ষা নিয়ে ডিগ্রী প্রদানের ব্যর্থতাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মূল কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অভ্যন্তরীণ গোলযোগে এবং রাজনৈতিক কারণে যখন মাসের পর মাস বন্ধ থেকেছে তখন কলেজগুলোতে পড়াশুনা মোটামুটিভাবে এগিয়ে গেছে। কিন্তু আগেভাগে পরীক্ষা নিয়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রী দেয়ার পরিবর্তে এদেরকে পিছুটেনে রাখা হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট কলেজেও প্রবেশ করেছে। অনির্ধারিত বন্ধ কলেজ-সমূহে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক কম। অধিভুক্ত কলেজসমূহের একাডেমিক দিক নিয়ন্ত্রণ এবং পরীক্ষা গ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সবসময় একটা উটকো ঝামেলা হিসেবে "উচ্চ শিক্ষা বোর্ডে" পরিণত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কলেজগুলোর শিক্ষাদানের মানকে সন্তোষজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয় নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করার দিকে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দিতে হবে। তবে অধিভুক্ত কলেজগুলো যাতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তোর পর্যয়ের পঠন-পাঠনে আরও ভালভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে তার জন্য এদেরকেও ঝামেলামুক্ত করার দরকার আছে। সব কলেজেই স্নাতক পর্যয়ের পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স পড়ানো হয়। উচ্চতর অধ্যয়ণে বেশি মনোযোগ দিতে হলে অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ বলে পরিচিতি দানকারী কলেজগুলোকে উচ্চ মাধ্যমিক পাঠদান থেকে অব্যাহতি দেয়া দরকার। প্রকৃতপক্ষে, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীকে স্কুলের সাথে যুক্ত করে জাতীয় কাজে-কামে প্রবেশ করছে? যে দেশে কাঠের লাঙ্গলই এখন পর্যন্ত চাষের মূল হাতিয়ার সেখানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। কাজেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিয়ে টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা কমাবে তা আশা করা ঠিক হবে না। বরঞ্চ বৈকালিক বা নৈশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন, শিক্ষক এবং গবেষণাগারগুলোকে সন্ধ্যায় কাজে লাগিয়ে আরও বেশিসংখ্যাক ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনার সুযোগ করে দেয়া যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার। আমাদের দেশ গরীব; এখনই উন্নত বিশ্বের অনুকরণে ব্যয়বহুল প্রজেক্ট হাতে না নিয়ে নিজস্ব উন্নয়ন কৌশল উদ্‌ভাবন ও প্রয়োগের চেষ্টা করা বাঞ্ছণীয়।

যে দেশে কাঠের লাঙ্গলই এখন পর্যন্ত চাষের মূল হাতিয়ার সেখানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। কাজেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিয়ে টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা কমাবে তা আশা করা ঠিক হবে না।

আমরা বেসরকারী মহাবিদ্যালয়, বিদ্যা-লয়ের সাথে পরিচিত। কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কাছে অপরিচিত। দেশের শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী বিদ্যালয়, কলেজের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। বস্তুত একদা বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোই শিক্ষা বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করছে। সরকারীকরণের প্রক্রিয়ায় খ্যাতনামা স্কুল-কলেজগুলো সরকারী পরিচালনায় চলে যাওয়ায় অন্তত একটা ক্ষতি হয়েছে-সদাশয় লোকজন আর স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ দেখাচ্ছেনা। এ গুলোকে এখন আর সমাজ সেবামূলক কাজ মনে করা হয় না। বেসরকারী খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়াতে পূর্বের মত যদি বাবা-মার স্মৃতি রক্ষার্থে, সমাজ সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এগিয়ে আসতেন তাহলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মূলত একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে যাচ্ছে। এখানে পড়ার খরচ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮/১০ গুণ। স্বভাবতই শুধু বিত্তশালীদের পড়াশুনার সুযোগই এখানে থাকবে। ধনগত বৈষম্যকে স্বীকৃতি দিয়ে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত নয়। গরীবদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধনীদের শিক্ষালয় আলাদাভাবে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা ক্ষতিকর। এতে সামাজিক ক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে। উচ্চ শিক্ষার একমাত্র মাপকাঠি হবে মেধা। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে তার অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। কোথায় যেন পড়লাম, সম্প্রতি ভারতের কোন কোন রাজ্যে বেসরকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিষয়টি আমাদেরও ভেবে দেখতে হবে।